আজকের কাগজ

তারিখ 0 1 JAN 1993 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

গণতান্ত্রিক সরকার বহাল সত্ত্বেও

বিরানব্বই সালে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো স্বৈরাচারী শাসনামলের মতোই অশান্ত

নজমুল কবির শিপন ঃ গণতান্ত্রিক সরকার পুরোপুরি বহাল থাকা সত্ত্বেও ১৯৯২ সালে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো স্বৈরাচারী শাসনামলের মতোই অশান্ত, গত বছর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩শ' ৫০টি সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৩৫ জন, আহত হয় প্রায় ৩ হাজার। সংঘর্ষের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে দেড় শতাধিক। বছরের শেষার্ধে সরকার সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারি করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের পরিমাণ কমেনি।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছিলো স্বাভাবিক চিত্র। সংঘর্ষ হয়েছে ইডেন কলেজ, বদরুন্নেছা কলেজ, ও নারায়নগঞ্জ মহিলা কলেজেও। সংঘর্ষের সিংহভাগ অংশগ্রহণ ছিলো ইসলামী ছাত্র শিবির, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দুকযুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বোমাবাজি, গোলাগুলি, ভাংচুর, রাস্তা অবরোধ, পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন হয়েছে। কেবল ছাত্ররাই নয়, অনেক শিক্ষকও সংঘর্ষে আহত হয়েছে। শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। সংঘর্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে-যা একাধিকবার সংঘর্ষের কারণে বন্ধ করতে হয়েছে।

জানুয়ারির ৯ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা মনিরুজ্জামান বাদল উপদলীয় কোন্দলে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে হত্যাকান্ডের সূচনা হয়। একই মাসে খুলনায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় লিটন। জানুয়ারিতে সংঘর্ষ হয়েছে ৪০টি। নিহত ২, আহত প্রায় ৩শ'। ফেব্রুয়ারিতে সংঘর্ষ হয় ২০টি, আহত হয় ৪০ জন। হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেনি। মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র সংঘর্ষে মারা যায় ৫ জন। ১৩ মার্চ সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসিতে ছাত্রদলের গুলিতে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু। ইদ্রিস নামে এক স্কুল ছাত্রের লাশ সূর্য সেন হলের উত্তর পাশে পাওয়া যায়। এছাড়াও খুলনায় একজন মাদ্রাসা ছাত্র, ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা যায় ইয়াসির আরাফাত পিটু। মার্চে সংঘর্ষ হয় প্রায় ৩০টি, আহত ২ শতাধিক।

এপ্রিলে ছাত্রলীগ (ইনু) নেতা আবু হাসান মুরাদ, ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতা জরিফ ও ছাত্রদলের কর্মী আনোয়ার নিহত হয়। এমাসে সংঘর্ষ হয় ২০টি, নিহত ৩ আহত ৬৬। মে মাসে হাঙ্গামা হয়েছে ২০টি, এতে নিহত হয়েছে ২ জন ও আহত ৩ শতাধিক। জুন মাসে সংঘর্ষ হয়েছে ১৮টি, নিহত ৫ আহত শতাধিক। জুলাই মাসে সোনাগাজি কলেজের ভিপি নূরুল আবসার, সরকারি কমার্স কলেজের এজিএস জহির ও সিদ্বেশ্বরী কলেজের ছাত্রদল নেতা শফিক নিহত হয়েছে। এ মাসে সংঘর্ষ হয় ২০টি। আগস্ট মাসে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে ৬০টি, মারা যায় ৫ জন আহত ৫ শতাধিক। ২৬ আগস্ট বাকুশাহ মার্কেটে দোকানীদের হাতে ঢাকা কলেজ ছাত্র ফরহাদ নিহত হয়। এর জের ধরে বেশ কয়েকদিন কলেজে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। ৩১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে একজন বহিরাগত নিহত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর একই ঘটনার জের ধরে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় মামুন ও মাহমুদ নামের দুই ছাত্র। এরপর ১৬ সেপ্টেম্বর সরকার সন্ত্রাস দমনে নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশ জারি করে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ হলে সরকারি অনুদান বন্ধ করা হবে এমন নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। এ সময় সংঘর্ষের কারণে প্রায় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। নিহত হয় ৪ জন আহত হাজারেরও বেশি। মোট সংঘর্ষের পরিমাণ শতাধিক। সেপ্টেম্বর মাসে ২০টির অধিক সংঘর্ষে আহত হয় ২ শতাধিক। ১৯ সেপ্টেম্বর শিবিরের হামলায় মারাত্মক আহত ছাত্রলীগ কর্মী মাহবুবুল হক ৩ সেপ্টেম্বর মারা যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর মাওরা সরকারি কলেজের ছাত্র রবিউল ইসলাম রবি নিহত হয়।

অক্টোবর মাসে ছোট বড় প্রায় ১৫টি সংঘর্ষে আহত হয় দেড় শতাধিক। নভেম্বরে শিক্ষাঙ্গন ছিলো সাংঘাতিক বিক্ষুব্ধ। এ মাসে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মাসে ২৫টি সংঘর্ষে আহত হয়েছে ৩ শ'রও বেশি। ডিসেম্বরেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। এ মাসে প্রায় ১৫টি সংঘর্ষ বাধে। এতে ১ জন নিহত এবং কমপক্ষে ১শ' আহত হয়। ১২ ডিসেম্বর নড়াইলে লোহাগড়া কলেজে ছাত্রদল ছাত্রলীগ সংঘর্ষে মীলু মুন্সী নামে একজন ছাত্র নিহত হয়। মানিকগঞ্জ কৌড়ি এম এ রউফ ডিগ্রী কলেজের ছাত্রদল নেতা হারুন-অর-রশীদকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর পুলিশ ৮ দিন পর তার লাশ উদ্ধার করে।